দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

অনিয়ম পিছু ছাড়ছে না আইডিয়াল স্কুলের

একটি চক্র ডুবাচ্ছে নামি এই প্রতিষ্ঠানটিকে

■ নিজামুল হক

অনিয়ম যেন পিছু ছাড়তে চাইছে না রাজধানীর নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মতিঝিলে অবস্থিত আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের। কর্তৃপক্ষের একের পর এক প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়মে সমালোচিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। একটি সিন্ডিকেটের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটিতে দুর্নীতি হয়েছে এবং হচ্ছে। সেরাদের সেরা তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার মানেও পিছিয়ে পড়ছে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করছেন।

জাল সনদে নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার মধ্যেই সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানটির তিনটি শাখায় সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন নিয়ে শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি এবং নিয়োগ পরীক্ষায় জন্য নিয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ কারণে নিয়োগ পরীক্ষা হলেও ফল প্রকাশ করা হয়নি।

এর আগে গত মাসে 'আইডিয়াল স্কুলের অর্ধশত শিক্ষকের সনদ জাল' এমন অভিযোগ ওঠার পর সকল শিক্ষকদের সনদ যাচাই করে তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেয় শিক্ষামন্ত্রণালয়। যথাসময়ে এ তথ্য মন্ত্রণালয়ে না পাঠানোর কারণে গত ২৩ অক্টোবর অধ্যক্ষকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের সনদ দিয়েছে। সে সব প্রতিষ্ঠানের কাছে শিক্ষকদের সনদ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয় তথ্য পাওয়ার পরই মন্ত্রণালয়ে জানানো হবে।

এর আগে প্রতিষ্ঠানটির সহকারী প্রধান শিক্ষক ছালাম খানের জাল সনদের বিষয়টি প্রমাণ পাওয়ার পর ওই শিক্ষকের এমপিও বাতিলের নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি আদালতে স্থগিতাদেশ নিয়ে দায়িত্বে বহাল রয়েছেন।

গত শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণিতে এক হাজার ৯৮১ ছাত্রছাত্রী অতিরিক্ত ভর্তির অভিযোগ রয়েছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠানটির মতিঝিল মূল ক্যাম্পাসসহ বনশ্রী ও মুগদা শাখা মিলিয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে মোট ভর্তি করা হয় ৬ হাজার ৫৮৫ জনকে। ২০১৩ সালেও এ স্কুলে দেড় হাজারের বেশি অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির সাথে আর্থিক বিষয় জড়িত থাকে। আর এ ক্ষেত্রেই আর্থিক অনিয়ম হয়।

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা না মানার একাধিক উদাহরণ রয়েছে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে। এ কারণে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠান প্রধান শাহান আরা বেগমের এমপিও স্থগিত হয়েছিল। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনিয়ম-দুর্নীতি ধরা পড়ে। মন্ত্রণালয়ের নানা অভিযোগ জমা হলে ২০১৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। এরপর একই ধরনের অভিযোগ পেয়ে ২০১৪ সালে ফের শিক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্তের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও কোনো প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখেনি। ২০০৮ সালে সরকারি আরেক তদন্তেও স্কুলে অবৈধ ভর্তি এবং নানা অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র বেরিয়ে আসে। নানা অভিযোগে এক সময় অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগমকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়, যদিও তিনি ২০০৯ সালে আবার অধ্যক্ষ পদে ফিরে আসেন।

সর্বশেষ জটিলতা: গত ২৮ অক্টোবর স্কুলে তিনটি শাখায় সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা হয়। একটি পক্ষ বলছে, মহাপরিচালকের প্রতিনিধি উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রথমে একাই প্রশ্নপত্র তৈরি করতে চান। তিনি তার পছন্দের প্রার্থীকে প্রশ্নপত্র দিতে গভর্নিং বডির সভাপতির সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছেন। তবে শেষপর্যন্ত সেই সুযোগ তিনি পাননি। উপস্থিত সদস্যরা মিলে প্রশ্ন তৈরি করেন। অপর পক্ষ বলছে, গভর্নিং বডির কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যের পছন্দের প্রার্থী ছিল। তাদের নিয়োগ দিতেই নানা ফাঁদ তৈরি করা হয়েছে। এ কারণে সকলের উপস্থিতিতে প্রশ্ন পত্র তৈরি করা হলেও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগও তুলে পরীক্ষা বাতিলের চেষ্টা শুরু হয়েছে।

মাউশির প্রতিনিধি ইনসান আলী জানান, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্ন তৈরির প্রস্তাব দেন। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, পরীক্ষা হয়েছে। খাতা সিলগালা করে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।